এমএসএস খবর

জুলাই, ২০২১ সংখ্যা

MSS
Working for the People

করোনা আক্রান্ত মানুষের সেবায় অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং নন-রিব্রিদার মাস্ক প্রদান করলো এমএসএস

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) তার সামাজিক সেবা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন দুর্যোগে সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এমএসএস ঠাকুরগাঁও এলাকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষের করোনা চিকিৎসায় পাশে দাঁড়াতে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ৮৫টি নন-রিব্রিদার মাস্ক দান করেছে এবং পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন তহবিলে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাবদ আট হাজার টাকার মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে।

মানবিক সাহায্য সংস্থা- এর প্রেসিডেন্ট জনাব ফিরোজ এম হাসান বলেন, "সীমান্তবর্তী জেলা ঠাকুরগাঁও- এ করোনার ডেল্টা ভেরিয়েন্ট অধিক হারে সনাক্ত হচ্ছে। সরকারি কতৃপক্ষের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ হেলথ কিটস এর সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তাই মানবিক কারণেই এমএসএস এ অঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে।"

৫৫ জন এসএমএপি সদস্যকে কৃষি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করলো এমএসএস

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাইকা এর অর্থায়নে পরিচালিত মানবিক সাহায্য সংস্থা'র এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় গত জুন-২০২১ মাসে এমএসএস- এর বগুড়া জেলার দুইটি শাখায় (কাটনারপাড়া এবং খান্দার শাখা) প্রকল্পের ৫৫ জন সদসস্যের মাঝে কৃষি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বসত বাড়িতে সবজি চাষ ও সার ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি, ভেজাল সার চেনার উপায়, কীটপতঙ্গের দমনে ফেরোমন ট্রাপ ব্যবহারের নিয়ম, গবাদি পশুর যত্ন ও রোগ-ব্যাধি প্রতিকার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অল্প খরচে কীভাবে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায় তার একটি অডিও- ভিজুয়্যাল প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়।

করোনা স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক চারটি ভার্চুয়াল মিটিং করলো এমএসএস

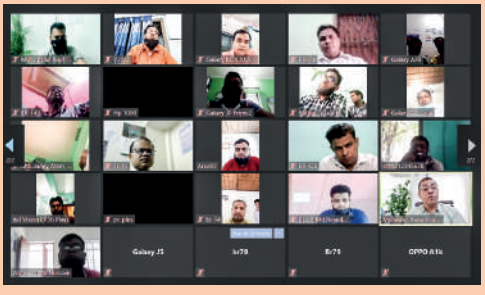

গত জুলাই, ২০২১ মাসে করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জনসচেতনতা বিষয়ক ৪টি জুম মিটিং পরিচালনা করে এমএসএস। সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মুনাওয়ার রেজা খান- এর সভাপতিত্বে এ ভার্চুয়াল মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থা'র সকল জোন, এরিয়া এং ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ।

সংস্থা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উক্ত ভার্চুয়াল মিটিংগুলোয় অংশগ্রহণকারীদেরকে এমএসএস-এর সকল কর্মকর্তা, কর্মচারি এবং কার্যক্রমভুক্ত সদস্যদের করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি বিধি-নিষেধ, স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধি এবং টিকা গ্রহণ বিষয়ে সচেতন করতে যথাযথ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বলেন, "আমরা এক কঠিন সময় পার করছি। এ অবস্থায় করোনা থেকে বেঁচে থাকতে সচেতনতার কোন বিকল্প নেই।"

বিশ জন মানুষের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন খাদিজা

খাদিজা আক্তার (২৮), এমএসএস- এর নারী ঋণ কর্মসূচির (অগ্রসর) একজন সদস্য। বাস করেন কেরাণীগঞ্জ উপজেলার আগানগর, জিনজিরায়। এ বয়সে অনেকেই যেখানে চাকরি করছেন বা চেষ্টায় রয়েছেন, সেখানে খাদিজা সংসার ও ব্যবসা সামলিয়ে প্রায় ২০ জন মানুষের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। খাদিজার এ সফলতা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অনুপ্রেরণার এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খাদিজার স্বামী একজন ব্যবসায়ী এবং তিনি ছোট পোশাকের দোকান চালাতেন। দোকানের ঐ অল্প আয় দিয়েই কষ্টে সংসার চালাতে হতো তাদের। কিন্তু বাকি জীবনটা এভাবে কাটাতে চাননি খাদিজা। স্বাবলম্বী হবার প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি ছিল তার। আর সে ইচ্ছা থেকেই এমএসএস-এর নারী ঋণ কর্মসূচির সদস্য হন তিনি।

সময় মতো এমএসএস- থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে খাদিজাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ঋণ সহায়তা গ্রহণ করার চার বছরের মাথায় তাদের পোশাক ব্যবসার বর্তমান মূলধন দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ টাকার মতো। এখন তারা মাসে প্রায় ৯০ হাজার টাকা আয় করছেন। তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে চাকরি করছেন প্রায় ২০ জন দরিদ্র ব্যক্তি। এছাড়াও ব্যবসার আয় থেকে তারা পূর্বের এক তলা টিনের বাড়িকে এখন ২ তলা পাকা বাড়িতে রূপান্তরিত করেছেন। সব মিলিয়ে নিজেদের মেধা আর পরিশ্রমের ফলে স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাচ্ছে খাদিজার পরিবার।

খাদিজা আক্তার তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেন, " আমি ব্যবসা আরও বড় করতে চাই এবং অনেক লোকের কর্ম-সংস্থান নিশ্চিত করতে চাই। এমএসএস পাশে থাকলে আমরা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারব।"

এটি মানবিক সাহায্য সংস্থা'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের একটি প্রকাশনা
সেল সেন্টার (৪র্থ তলা),২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫